যায়যায়দিন

তারিখ ... 08 JUN 2008
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৪

অবসরপ্রাপ্ত একই ব্যক্তি ২ বছর ধরে জাবির কম্পট্রোলার ও রেজিস্ট্রার

জাবি প্রতিনিধি

দুই বছর আগে অবসর নিয়েও এক কর্মকর্তা জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের দুটি গুরুত্বপূর্ণ পদে এখন কর্মরত। প্রচলিত নিয়মবিরোধী হলেও দুই বছর থেকে কাজী মহিউদ্দিন নামে এ কর্মকর্তা একই সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পট্রোলার ও রেজিস্ট্রার। এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কাজে গতি কমেছে বলে অভিযোগ আছে দীর্ঘদিন ধরেই। সেই সঙ্গে এ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে স্বজনপ্রীতির অভিযোগও পাওয়া গেছে।

জানা যায়, তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী হিসেবে কর্মজীবন শুরু করা কাজী মহিউদ্দিন ২০০৬ সালের জুনে কম্পট্রোলার হিসেবে অবসরে যান। আগস্টে তাকে চুক্তিভিত্তিক কম্পট্রোলার এবং ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রারের দায়িত্ব দেয়া হয়। যোগ্যতাসম্পন্ন দক্ষ কর্মকর্তা থাকা সত্ত্বেও তাকে পদ দুটিতে নিয়োগ দেয়া হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ে রেজিস্ট্রার ও কম্পট্রোলারের কাজ সম্পূর্ণ ভিন্ন ও বিপরীতধর্মী। রেজিস্ট্রার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক নির্দেশনাবলী পালন এবং সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ পৃঃ ১৫ ॥ কঃ ১

অবসরপ্রাপ্ত একই ব্যক্তি ২ বছর ধরে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

করেন। অন্যদিকে কম্পট্রোলার আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও হিসাবরক্ষণের কাজ করেন। অফিসগুলোর অধীনে প্রায় ১৫টি ভিন্ন শাখা অফিস রয়েছে, যার প্রধান হিসেবে একা দায়িত্ব পালন করছেন কাজী মহিউদ্দিন।

অর্থ ও প্রশাসনিক সর্বোচ্চ দুটি পদে একই ব্যক্তির নিয়োগদানকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ প্রশাসনের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি উদাসীনতার প্রমাণ বলে একাধিক কর্মকর্তা মন্তব্য করেছেন। তারা জানান, এ কারণে কাজে গতি কম এবং আপগ্রেডেশন ও প্রমোশনের ক্ষেত্রে স্থবিরতার সৃষ্টি হয়েছে। তার বিরুদ্ধে ক্ষমতার অপব্যবহার, অদক্ষতা, স্বজনপ্রীতি এবং পদোন্নতি ও নিয়োগে অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কোনো অতিরিক্ত দায়িত্বের জন্য সম্মানী এক হাজার টাকা হলেও কাজী মহিউদ্দিন শুধু নিজের জন্য প্রথমে আড়াই হাজার টাকা এবং পরে তা পাঁচ হাজার টাকায় উন্নীত করেন।

অফিস সূত্রে জানা যায়, গত দুই বছরে নিয়োগপ্রাপ্ত প্রায় ২২ জন তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীর মধ্যে ১৪-১৫ জনই কাজী মহিউদ্দিনের এলাকার। তার আমলের প্রতিটি আপগ্রেডেশনে জ্যেষ্ঠতা লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটেছে। সম্প্রতি একজন সিনিয়র কর্মকর্তাকে বাদ দিয়ে কম্পট্রোলার অফিসের একজন জুনিয়র কর্মকর্তাকে পদোন্নতি দিতে গেলে ফুঁসে ওঠে গোটা প্রশাসন। ফলে তাকে বাদ দিয়ে ইন্টারভিউয়ের দিন সিনিয়র কর্মকর্তাকে ইন্টারভিউ কার্ড দিয়ে ওই দিনই প্রমোশন দিতে বাধ্য হন তিনি। এর আগেও জ্যেষ্ঠতা লঙ্ঘন করে কম্পট্রোলার শাখার একজনকে প্রমোশন দেয়ার ঘটনা ঘটে।

অভিযোগ উঠেছে, কাজী মহিউদ্দিনের অদক্ষতা এবং অফিসগুলোতে সময় দিতে না পারায় প্রশাসনিক কাজে গতি ব্যাপকভাবে কমেছে। তার ভুল তথ্য ও সিদ্ধান্তে প্রায়ই প্রশাসনকে বিপাকে পড়তে হয়। তাছাড়া অধস্তনদের পাশ কাটানো এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে না জানানোয় অফিসগুলোতে বিশৃঙ্খলা বিরাজ করছে।

এ ব্যাপারে কম্পট্রোলার ও ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার কাজী মহিউদ্দিনের সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করেও তাকে পাওয়া যায়নি। সাংবাদিক পরিচয় পেলেই তার অফিস থেকে বলা হয়, তিনি ব্যস্ত আছেন।